ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

# রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 061 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৬১ ● কলকাতা ● ২০ ফাল্গুন, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ০৫ মার্চ ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

# হুমকির ছায়ায় সম্পাদক পরিবার, অভিযোগের পাহাড়েও নীরব প্রশাসন

## জীবনতলা থানার ভূমিকা ঘিরে প্রশ্ন, কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের দাবি মৃত্যুঞ্জয় সরদারের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা:**

পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার হেদিয়া গ্রামকে কেন্দ্র করে। দীর্ঘদিন ধরে হুমকি, অত্যাচার ও সম্পত্তি দখলের অভিযোগ তুলে নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন স্থানীয় এক দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার ও তাঁর পরিবার।

অভিযোগ, পৈতৃক সম্পত্তি দখলকে কেন্দ্র করে প্রভাবশালী মহলের মদতে একদল সমাজবিরোধী প্রকাশ্যে খুনের হুমকি, গালিগালাজ এবং মানসিক সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। দিনের আলোতেই 'মুণ্ডু কেটে নেওয়া' ও রাতের অন্ধকারে বাড়ি তুলে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হলেও প্রশাসনের তরফে কার্যকর পদক্ষেপের অভাব নিয়েই উঠছে গুরুতর প্রশ্ন।

সম্পাদক পরিবারের দাবি, মাছ চাষ নির্ভর জীবিকার উপর পরিকল্পিত আঘাত হানতে পূর্বে জলাশয়ে বিষ প্রয়োগ করে লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি করা হয়েছে। বর্তমানে ভুয়ো পরিচয়পত্র ও জাল উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নথি তৈরি করে জমি দখলের চক্রান্ত চলছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয়, একাধিকবার থানায় অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও পুলিশ প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা দেখা যায়নি বলে দাবি পরিবারের। বরং প্রতিবাদ করলেই মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ।

স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, থানার কাজ নিরপেক্ষ আইনি প্রক্রিয়ার বদলে রাজনৈতিক প্রভাবের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে—যা গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য বিপজ্জনক ইঙ্গিত বহন করছে। অভিযোগ উঠেছে, সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে অভিযোগকারী পরিবারকেই চাপে রাখা হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্ত এবং পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্র সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। ইতিমধ্যে সিবিআই তদন্ত ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার আবেদনও জানানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

প্রশ্ন উঠছে—একজন সংবাদকর্মীর কলম কি ভয় দেখিয়ে স্তব্ধ করা যায়? নাকি সত্য প্রকাশের মূল্য দিতে হচ্ছে তাঁকে?

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে আইনি ও সামাজিক লড়াই চালিয়ে যাওয়া সম্পাদক জানিয়েছেন, "ন্যায়বিচারের উপর বিশ্বাস আছে। সত্যের লড়াই শেষ দিন পর্যন্ত চালিয়ে যাব।"

এখন দেখার, প্রশাসন কি অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্তে এগিয়ে আসে, নাকি নিরাপত্তাহীনতার এই অভিযোগ আরও গভীর সংকটের দিকে নিয়ে যায় দক্ষিণবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে।

---

**পর্ব 220**

## হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

যে পর্যন্ত এক বাক্যে হওয়া কথা এক আওয়াজেই হতে পারে, তখন এত বড় বাক্য বলার দরকার কি? যেরকম মা বাচ্চাদের ডাকছে, "তোমরা কোথায়?"

এই বাক্যের জন্য পাখী কেবল এক 'চী' করে আওয়াজ করবে। বাস! **ক্রমশঃ**

# গোবোল্ট অর্থবছর 27-28 এর মধ্যে ₹3,000 কোটি রাজস্বের লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করে মাস্ট্যাং অংশীদারিত্বর সম্প্রসারণ করেছে

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

ভারত, 2026: ভারতের দ্রুততম বর্ধনশীল পরিধেয় এবং অডিও ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে একটি, গোবোল্ট, প্রিমিয়ামাইজেশন, লাভজনকতা এবং দীর্ঘমেয়াদী ব্র্যান্ড শক্তির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি মাল্টি ইয়ার গ্রোথ স্ট্রাটেজি ঘোষণা করেছে। অর্থবছর 25 এ প্রায় 800 কোটি রাজস্ব নিয়ে শেষ করার পর, কোম্পানিটি এখন অর্থবছর 27- অর্থবছর 28 এর মধ্যে 3,000 কোটির দিকে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

স্ট্রাটেজিটি ছাড়-চালিত সম্প্রসারণ থেকে আরও মনোযোগী এবং ক্রমাগত বর্ধনশীল প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট পোর্টফোলিওর দিকে একটি পরিবর্তন চিহ্নিত করে।.

কোম্পানির গতির একটি মূল চালিকাশক্তি হল মাস্ট্যাংয়ের সাথে দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারিত্ব, যা কোম্পানির প্রিমিয়ামাইজেশন স্ট্রাটেজির একটি মূল স্তম্ভ হয়ে উঠেছে। তৃতীয় বছরে প্রবেশ করে, এই অংশীদারিত্বটি অডিওর বাইরেও পরিধেয় এবং অডিও একটি বিস্তৃত ইকোসিস্টেমে প্রসারিত হয়েছে।

গোবোল্ট হল একমাত্র ভারতীয় কোম্পানি যারা মাস্ট্যাং এর মতো একটি বিশ্বব্যাপী অটোমোটিভ পারফরম্যান্স আইকনকে একটি অডিও এবং পরিধেয় ইকোসিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই অংশীদারিত্ব লোগো-নেতৃত্বাধীন সমিতি হিসেবে কাজ করার পরিবর্তে ডিসাইন, সিদ্ধান্ত, উপাদান পছন্দ এবং প্রোডাক্ট এক্সপেরিএন্সকে প্রভাবিত করেছে।

এই সিরিজ সম্প্রসারণের অংশ হিসাবে, গোবোল্ট আজ মাস্ট্যাং নেতৃত্বাধীন একটি নতুন রেঞ্জ চালু করার ঘোষণা করেছে যার মধ্যে তিনটি স্মার্টওয়াচ, স্টেলিয়ান, রেসার, এবং মাসল সহ রয়েছে মাস্ট্যাং স্প্রিন্ট টিডাব্লিওএস ।

মাস্ট্যাং সিরিজটি গোবোল্ট এর প্রিমিয়াম অফারগুলির একটি সম্প্রসারণ চিহ্নিত করে এবং কোম্পানি কীভাবে তার প্রোডাক্ট রোডম্যাপ গঠন করছে তার একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখায়। পোর্টফোলিওটিও স্থিতিশীলভাবে আকর্ষণ অর্জন করেছে, পরবর্তী পর্যায়ে মাস্ট্যাং নেতৃত্বাধীন পণ্যগুলি প্রায় ₹2 কোটি থেকে ₹12 কোটিতে স্কেল করার আশা করা হচ্ছে।

গোবোল্ট -এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা বরুণ গুপ্তা বলেন, "আমরা অর্থবছর 25-এর প্রায় ₹800 কোটিতে শেষ করার পর অর্থবছর 27/ অর্থবছর 28-এর মধ্যে ₹3,000 কোটি টাকার পরিধেয় সামগ্রী এবং অডিও ব্যবসার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি। এই পরবর্তী ধাপটি আমাদের আলাদা করে তোলে যে আমরা কীভাবে এটি করছি। আমরা প্রথম ভারতীয় পরিধেয় সামগ্রী ব্র্যান্ড যারা মাস্ট্যাং এর মতো একটি বিশ্বব্যাপী অটোমোটিভ পারফরম্যান্স আইকনের সাথে একটি গভীর, ডিসাইন -নেতৃত্বাধীন অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে। এই অভিজ্ঞতা এবং ইকোসিস্টেমটি মাস্ট্যাং এর ডিএনএএ প্রতিফলিত করার জন্য চিন্তাভাবনা করে ডিজাইন করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য গ্রাহকদের দৈনন্দিন জীবনে মাসটাং এর সাথে সম্পর্কিত আত্মবিশ্বাস এবং চরিত্র আনা।"

বর্তমানে, গোবোল্ট তার রাজস্বের প্রায় 70% অডিও থেকে এবং 30% পরিধেয় সামগ্রী থেকে আসে। ভবিষ্যতে, গোবোল্ট মিড-প্রিমিয়াম এবং প্রিমিয়াম বিভাগে প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে পরিধেয় সামগ্রী উল্লেখযোগ্যভাবে বড় অংশ পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রিমিয়াম এবং মিড-প্রিমিয়াম পণ্যগুলি অর্থবছর 26-এর মধ্যে প্রায় 70% অবদান রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে, যা সরাসরি লাভজনকতা বৃদ্ধি করে এবং ব্র্যান্ডের প্রিমিয়াম অবস্থানকে শক্তিশালী করে। টিয়ার-2 এবং 3 শহরগুলিতে উপস্থিতি এবং চাহিদা বৃদ্ধির কারণে অফলাইন রাজস্ব অবদান 20% থেকে 40% এ বৃদ্ধি পাবে।

গোবোল্ট -এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা তরুণ গুপ্তা বলেন, "আমাদের যাত্রার এই পর্যায়ে, আমরা এমন প্রোডাক্ট তৈরী করার উপর মনোযোগ দিচ্ছি যা মানুষ সত্যিকার অর্থেই মালিকানা পেতে চায়। প্রিমিয়াম এবং মিড-প্রিমিয়াম পণ্যগুলি আমাদের পোর্টফোলিওর একটি বৃহত্তর অংশ হয়ে উঠলে, মাস্ট্যাং সংগ্রহ আমাদের নিজেদের এবং ইন্ডাস্ট্রির জন্য আমরা যে মান নির্ধারণ করছি তা প্রতিফলিত করে। প্রতিটি ডিসাইন এবং প্রযুক্তিগত পছন্দ এমন পণ্য তৈরি করার জন্য করা হয় যা বিবেচনা করা হয়, আত্মবিশ্বাসী এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়।"

ফোর্ড গ্লোবাল ব্র্যান্ড লাইসেন্সিং ম্যানেজার টাইলার হিল বলেন, "আমেরিকান পারফরম্যান্সে প্রোথিত এবং বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত, মাস্ট্যাং গ্রহের সবচেয়ে আইকনিক অটোমোটিভ ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে একটি। এই নতুন লাইনটি মাস্ট্যাং-এর আইকনিক ডিসাইন থেকে অনুপ্রেরণা নেয়, যা ভক্তদের মাস্ট্যাং-এর চেতনা ভাগ করে নেওয়ার নতুন উপায় দেয়। এটি মাস্ট্যাং গল্পের একটি মজাদার সম্প্রসারণ কারণ আমরা একটি বিশ্বব্যাপী লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড হিসাবে এর ভূমিকা বৃদ্ধি করে চলেছি যা গাড়ির বাইরেও প্রসারিত হয়।"

স্মার্টওয়াচ বিভাগে প্রতিযোগিতা তীব্রতর হলেও, গোবোল্ট এই সেগমেন্টের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মূল্য-কেন্দ্রিক পরিবর্তনে অংশগ্রহণের পরিবর্তে, কোম্পানিটি বিল্ড কোয়ালিটি, ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা এবং পণ্যের অভিপ্রায়কে বৈচিত্র্যের মূল ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করছে।

2030 সালের দিকে তাকিয়ে, গোবোল্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং পূর্ব এশিয়া জুড়ে একটি বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করেছে। আগামী মাসগুলিতে, সতর্কতার সাথে সম্প্রসারণ, প্রিমিয়াম পজিশনিং এবং অতিরিক্ত ছাড় ছাড়াই প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে পারে এমন একটি পোর্টফোলিও তৈরির উপর জোর দেওয়া হবে। কোম্পানি বিশ্বাস করে যে ভারতের পরিধেয় পণ্য বাজারের পরবর্তী পর্যায়টি এমন ব্র্যান্ড দ্বারা গঠিত হবে যারা স্কেল এবং স্থায়িত্বকে একত্রিত করে এবং মাস্ট্যাং পোর্টফোলিওকে সেই দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে দেখে।

# শুভেন্দুর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল সিপিএম, নির্বাচনী মরশুমে বাড়ল চাপ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। আর তাতে বঙ্গে কল্কে পেতে কোমর বেঁধে নেমেছে বিজেপি। কেন্দ্রীয় নেতাদের রাজ্যে নিয়ে আসা থেকে শুরু করে রথযাত্রা করছে বঙ্গ-বিজেপি। আর তা করতে গিয়ে বিভাজনের রাজনীতি করছে বিজেপি বলে অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগ এতদিন তুলছিল তৃণমূল কংগ্রেস। এবার সেই একই পথে হাঁটল এবার সিপিএম।তাছাড়া গত বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনে সিপিএমের ভোটব্যাঙ্ক ট্রান্সফার হয়েছিল বিজেপির ঝুলিতে। তাতে তারা বেশ স্ফীত হয়েছিল। এবার এই এফআইআর দায়ের হওয়ায় তাতে ছেদ পড়তে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। সিপিএমের ভোটব্যাঙ্ক ট্রান্সফার যদি আটকে দিতে পারেন কমরেডরা তাতে চাপ আরও বাড়বে বিজেপির। তাই এই ঘটনায় বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে সিপিএমের বক্তব্য, এই মন্তব্য দেশের সংবিধান বিরোধী। মানুষের ধর্ম পালনের অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধী। এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে বালিগঞ্জ থানায় এফআইআর করা হয়েছে। সংবিধান লঙ্ঘন করার মতো অপরাধ বরদাস্ত করা হবে না। দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা, সম্প্রীতির ঐতিহ্য বজায় রাখতে হবে।শুধু তাই নয়, সংবিধান বিরোধী মন্তব্য করছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলে অভিযোগ তুলল লালপার্টি। অভিযোগ তুলেই থেমে থাকেনি। বরং বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর দায়ের পর্যন্ত করল তারা।

এদিকে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে খোদ বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের বাড়তি চাপ তৈরি করল বলে মনে করা হচ্ছে। দোল উৎসবকে সামনে রেখে বিভাজনের রাজনীতি এবং সংবিধান বিরোধী মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলনেতা বলে অভিযোগ তুলেছে সিপিএমের কমরেডরা। সিপিএমের অভিযোগ, বালিগঞ্জ অঞ্চলে শরৎ বোস রোডে দোল উৎসবের একটি অনুষ্ঠানে এসে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বক্তব্য রাখর সময় অত্যন্ত ঘৃণ্য সংবিধান বিরোধী মন্তব্য করেছেন। আর তার জেরেই এই এফআইআর করা হয়েছে। বালিগঞ্জ থানায় এই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

অন্যদিকে বিজেপির অন্দরে এখন শুভেন্দু অধিকারী খানিকটা কোণঠাসা। কারণ তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের কমিটিগুলি থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। আবার আদি নেতাদের উপর ভরসা রেখেছেন খোদ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাতে এমনিতেই চাপে আছেন নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক বলে সূত্রের খবর। তার উপর বিরোধী দলনেতার কাজ নিয়ে এফআইআর বিধানসভা নির্বাচনের মরশুমে বাড়তি চাপ তৈরি করল বলে মনে করা হচ্ছে। দোল উৎসবে পা রেখে কলকাতায় বিরোধী দলনেতা বলেছিলেন, 'নাস্তিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা চলবে না, হিন্দুস্তানে হিন্দুদের রাজত্ব চলবে।' তাই দায়ের হয়েছে এফআইআর।

## রং খেলাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

**ধূপগুড়ি:** হোলি উৎসবকে ঘিরে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে ভোরবেলায় ব্যাপক উত্তেজনা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ধূপগুড়ি পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে তর্কাতর্কি শুরু হয়, যা অল্প সময়ের মধ্যেই হাতাহাতিতে রূপ নেয়। অভিযোগ, এরপর বাঁশ, লাঠি ও লোহার রড নিয়ে একে অপরের উপর চড়াও হয় দু'পক্ষ।হোলির দিনেও ভোটমুখী পশ্চিমবঙ্গে জোরকদমে টহল শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। বুধবার সকাল থেকে বিভিন্ন এলাকায় পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে রুটমার্চ করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। পাশপাশি কথা বলেছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গেও। এলাকা চিনিয়ে দিতে সঙ্গে রয়েছে সমস্ত থানার পুলিশ আধিকারিকরা।ঘটনায় এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধূপগুড়ি থানার বড় পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নিজেও হাজির হন থানার আইসি উৎপল সাহা। পুলিশের হস্তক্ষেপে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে দুই পক্ষই রং খেলায় মেতে ছিল। অভিযোগ, সেই সময় এক পক্ষের এক যুবকের বান্ধবীকে লক্ষ্য করে কটূক্তি করা হয়। তা থেকেই উত্তেজনার সূত্রপাত। শুরুতে বচসা চললেও মুহূর্তের মধ্যে তা মারামারিতে পরিণত হয়। পরে বাঁশ-লাঠি নিয়ে হামলার ঘটনাও ঘটে বলে অভিযোগ। পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয় এবং স্থানীয় বাসিন্দারাও মধ্যস্থতার চেষ্টা করেন। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে খবর মেলেনি।

## সম্পাদকীয়

### বাংলায় আসছেন জ্ঞানেশ কুমার, কবে পা রাখছেন? ভোটের নির্ঘণ্ট নিয়ে চর্চা

শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। আর তাতে মূল বিতর্কিত আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। কারণ এসআইআর করতে গিয়ে বাংলার বিপুল বৈধ ভোটারের নাম কেটে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। শুধু তাই নয়, বিপুল ভোটারকে বিচারাধীন বলে তালিকায় তুলে ধরা হয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে যখন রাজ্য-রাজনীতি সরগরম তখন বাংলায় আসছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার।এছাড়া রাজ্যে ৯ মার্চ এবং ১০ মার্চ নির্বাচন কমিশনের বৈঠক রয়েছে। ঠিক তার একদিন আগে ৮ মার্চ রাজ্যে আসছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-সহ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য অফিসাররা। প্রায় সারাদিনব্যাপী বৈঠকের জন্য ৯ মার্চ দিনটি ধার্য হয়েছে। সেদিন নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক, পুলিশ আধিকারিক-সহ নানা আধিকারিকদের পৃথক পৃথক করে বৈঠক রয়েছে। আর পরের দিন অর্থাৎ ১০ মার্চ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হবেন তাঁরা বলে সূত্রের খবর।ইতিমধ্যেই রাজ্যে এসে গিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। কলকাতা-সহ জেলায় রুটমার্চ শুরু করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।

এদিকে এসআইআরের খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছিল ৫৮ লক্ষ নাম। তারপর আনম্যাপড, লজিকাল ডিসক্রিপেন্সি নামক টোটকা সামনে নিয়ে আসে নির্বাচন কমিশন। যার প্রেক্ষিতে মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। অবশেষে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে শনিবার পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। তাতে বাতিল করা হয়েছে আরও ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৩ জনের নাম। অর্থাৎ, ২০২৫ সালের তালিকার নিরিখে বাদের খাতায় মোট ৬৩ লক্ষেরও বেশি ভোটার। এমনকী ৬০ লক্ষ ভোটার এখনও 'বিচারাধীন' (অ্যাডজুডিকেশন)। এই আবহে এবার বাংলায় পা রাখতে চলেছেন জ্ঞানেশ কুমার।

অন্যদিকে বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে লড়াইয়ের ময়দানে নামার প্রস্তুতি শুরু করেছে সব রাজনৈতিক দল। এবার চলতি সপ্তাহে বাংলায় আসছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। ৮ মার্চ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের রাজ্যে আসার কথা। মূলত ভোটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যে আসছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার-সহ কমিশনের সংশ্লিষ্ট অফিসাররা। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় বহু ভোটারের নাম নেই বলে অভিযোগ। এমনকী বৈধ ভোটার বলেই দাবি করা হয়েছে মানুষজনের পক্ষ থেকে। আবার অনেকের নামের পাশেও লেখা আছে 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন'। এই আবহে জ্ঞানেশ কুমার এলে প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে ওইদিন ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হবে কিনা সেটা স্পষ্ট নয়।

# মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(পঁয়ত্রিশতম পর্ব)

নিবেদিতপ্রাণ। ভক্তদের উদ্দেশে তিনি বলতেন, 'আমি আর কী উপদেশ দেব। ঠাকুরের কথা সব বইয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। তাঁর একটা কথা ধারণা করে যদি চলতে পার, তো সব হয়ে যাবে।' কিন্তু ঠাকুরের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ভালবাসা থাকলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে, অবশ্যই বৃহত্তর স্বার্থে, মা প্রতিবাদও করেছেন। ঠাকুরকে রাতের বেলায় খাবার মা সারদা নিজের হাতেই দিতেন। এক দিন জনৈক স্বভাবচরিত্রে দুষ্ট মহিলা ঠাকুরের পবিত্র সংস্পর্শে আসার বাসনায় মাকে বললেন,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

# পণ্য রফতানিতে এগিয়ে বাংলা, পূর্ব ভারতের মধ্যে এক নম্বর স্থানের তকমা দিল কেন্দ্র

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। আর তাতে সাফল্য পেতে কোমর বেঁধে নেমেছে সব রাজনৈতিক দলগুলি। প্রধান বিরোধী দল বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের সমালোচনা করেই চলেছে। সেখানে কাজ করে সাফল্য তুলে আনল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। এমনকী পূর্ব ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির থেকে পণ্য রফতানিতে এগিয়ে বাংলা।এছাড়া দার্জিলিং চা, সামুদ্রিক খাবার, আম এবং লিচুর মতো ফল রফতানিতেও বাংলা শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। হস্তশিল্প রফতানি বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা আছে। পাট শিল্প এবং চামড়াজাত পণ্য রফতানিতেও রাজ্যের অবদান অনেক বেশি। হস্তশিল্পের মধ্যে বাঁকুড়ার টেরাকোটা, ডোকরা শিল্প, মাটির পাত্র এবং বেত ও বাঁশের তৈরি নানা ধরনের সামগ্রী বিদেশের বাজারে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। আয়ুর্বেদিক এবং ভেষজ সামগ্রীও এখন বাংলা থেকে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব তথ্যই

এরপর ৬ পাতায়

## বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই ভক্তিময়ী কালীর সামাজিক ও সমষ্টিগত উপাসনা, যা গুহ্য বিকৃতিকে প্রশমিত করেছে।

প্রসঙ্গত আমার মনে হয়েছে, চন্দ্রকেতুগড়ের নারী যোদ্ধাদের টেরাকোটা চিত্র এই মাতৃগণের সহজ বর্ণনা।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# ভারত-কানাডা নেতাদের যৌথ বিবৃতি

**নতুন দিল্লি, ০২ মার্চ, ২০২৬**

**(দ্বিতীয় পর্ব)**

ভারত বৃহৎ আকারের সৌর ও গ্রিড-স্তরের শক্তি সঞ্চয় প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব এবং ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে, পাশাপাশি ছাদে সৌর এবং অন্যান্য ধরনের বিতরণযোগ্য পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সমাধানের ক্ষেত্রে স্কেলেবল মডেলও প্রদর্শন করেছে।

তারা জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশ সম্পর্কিত বিদ্যমান সমঝোতা স্মারকের অধীনে সহযোগিতার গভীরতাকে স্বাগত জানিয়েছেন, যা অংশীদারিত্বের শক্তিকে জোরদার করে। নেতারা বিজ্ঞান-ভিত্তিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়সঙ্গত জলবায়ু পদক্ষেপের প্রতি তাদের যৌথ প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

ভারত আন্তর্জাতিক সৌর জোটে সদস্যপদ অর্জনের কানাডার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে, যা স্বচ্ছ শক্তি এবং জলবায়ু কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কানাডার দৃঢ় প্রতিশ্রুতির প্রতি জোর দেয়। নেতারা উল্লেখ করেছেন যে কানাডার অংশগ্রহণ সৌর স্থাপন, উদ্ভাবন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করবে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল এবং জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে।

ভারত পূর্ণ সদস্য হিসেবে গ্লোবাল বায়োফুয়েলস অ্যালায়েন্সে কানাডার অংশগ্রহণকে আপগ্রেড করার জন্য ভিত্তিগত নথিতে স্বাক্ষরকে স্বাগত জানিয়েছে। এই পদক্ষেপ বিশ্বব্যাপী টেকসই জৈব জ্বালানি গ্রহণকে আরও এগিয়ে নেবে এবং জৈব জ্বালানি সরবরাহ শৃঙ্খল, মান এবং স্থাপনা জুড়ে সহযোগিতা জোরদার করবে, যার মধ্যে টেকসই মান এবং জীবনচক্র নির্গমনের উপর সহযোগিতা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

কৃষি ও কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থায় ভারত ও কানাডার মধ্যে ক্রমবর্ধমান পরিপূরকতা স্বীকার করে, নেতারা খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং স্থিতিশীল সরবরাহ শৃঙ্খল বৃদ্ধির জন্য সহযোগিতা জোরদার করার গুরুত্বের উপর জোর দেন।

নেতারা NIFTEM কুণ্ডলীতে কানাডা-ভারত পালস প্রোটিন সেন্টার অফ এক্সেলেন্স প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতার প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। তারা ডাল উৎপাদন এবং উদ্ভাবনে বিশ্বব্যাপী নেতা হিসাবে সাসকাচোয়ান প্রদেশের পরিপূরক শক্তি এবং ডালের বিশ্বের বৃহত্তম উৎপাদক এবং ভোক্তা হিসাবে ভারতের অবদানের কথা উল্লেখ করেন।

ভারত ও কানাডার মধ্যে মানুষে মানুষে সম্পর্ক উন্নয়নে শিক্ষা এবং প্রতিভা গতিশীলতার কেন্দ্রীয় ভূমিকার উপর নেতারা জোর দিয়েছিলেন। তারা উল্লেখ করেছিলেন যে শিক্ষার্থী, গবেষক এবং পেশাদারদের চলাচল পারস্পরিকভাবে উপকারী, উভয় দেশে উদ্ভাবনী বাস্তুতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে শক্তিশালী করে।

নেতারা ভারতের অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন (AICTE) এবং কানাডার MITACS-এর মধ্যে গ্লোবালিঙ্ক রিসার্চ ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম সম্প্রসারণের জন্য সমঝোতা স্মারককে স্বাগত জানিয়েছেন, যার ফলে প্রতি বছর প্রায় ৩০০ জন ভারতীয় স্নাতক শিক্ষার্থী কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

নেতারা একটি নতুন যৌথ প্রতিভা ও উদ্ভাবন কৌশলকে স্বাগত জানিয়েছেন, যা একটি উন্নয়নশীল উদ্যোগ যার লক্ষ্য ভাগাভাগি করা অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলিতে কানাডিয়ান গবেষণা ও উদ্ভাবন ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করা এবং কাঠামোগত গতিশীলতা, যৌথ প্রশিক্ষণ পথ এবং গবেষণা সহযোগিতার মাধ্যমে দ্বিমুখী প্রতিভা প্রবাহকে শক্তিশালী করা।

ভারত ও কানাডার মধ্যে গভীর ঐতিহাসিক সংযোগ এবং প্রাণবন্ত মানুষে মানুষে সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়ে, নেতারা জোর দিয়ে বলেছেন যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। তারা উল্লেখ করেছেন যে টেকসই সাংস্কৃতিক বিনিময় পারস্পরিক বোঝাপড়াকে শক্তিশালী করে, বৈচিত্র্য উদযাপন করে এবং সমাজের মধ্যে স্থায়ী সংযোগ তৈরি করে, একই সঙ্গে সৃজনশীল অর্থনীতি এবং উদ্ভাবনকে সমর্থন করে। নেতারা একমত হয়েছেন যে সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সৃজনশীল শিল্পে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও সমৃদ্ধ করবে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং ভাগ করা সমৃদ্ধিতে অর্থপূর্ণ অবদান রাখবে।

নেতারা সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকে স্বাগত জানিয়েছেন, শিল্প, ঐতিহ্য, অডিওভিজ্যুয়াল মিডিয়া, সঙ্গীত এবং সৃজনশীল শিল্পে সম্প্রসারিত সহযোগিতার মাধ্যমে দুই দেশের মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও গভীর করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

নেতারা উভয় দেশের আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নের গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং তাদের সমৃদ্ধ

**ক্রমশঃ**

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর



Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

# ভোট-প্রস্তুতিতে 'ফেল' দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ভালো ফল নয়! ক্ষুব্ধ কমিশন

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে যাবে, অন্তত এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এসআইআর ইস্যুতে রাজ্য রাজনীতির পারদ তুঙ্গে। এই অবস্থায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভোট প্রস্তুতি নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ নির্বাচন কমিশন ।এদিকে, ভোটের মুখে রাজ্যে আসছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। ৮ মার্চ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের রাজ্যে আসবে। জানা যাচ্ছে, ৯ মার্চ ও ১০ মার্চ নির্বাচন কমিশনের বৈঠক রয়েছে। এর একদিন আগে অর্থাৎ ৮ মার্চ রাজ্যে আসার কথা রয়েছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-সহ জাতীয় নির্বাচন

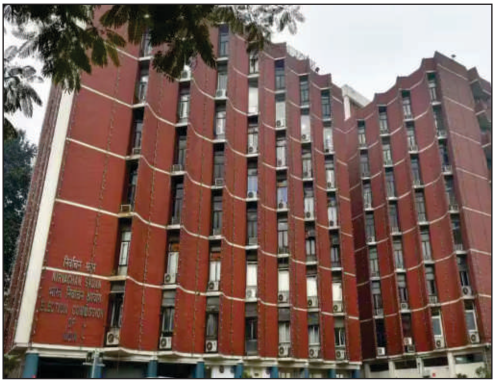

কমিশনের অন্যান্য আধিকারিকদের। রাজ্যে ভোট প্রস্তুতি কতটা এগিয়েছে, কোন এলাকায় কত কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে, ভোটমুখী পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে কোন কোন পদক্ষেপ করা হয়েছে, নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই বা কোন কোন পদক্ষেপ - ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখা হবে বলে জানা যাচ্ছে।জানা যাচ্ছে, ডিইও-র ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। এই তালিকায় রয়েছে কোচবিহারও।

কী কারণে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডিইও-র উপরে ক্ষুব্ধ নির্বাচন কমিশন? জানা যাচ্ছে, সোমবার নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতীর সামনে প্রেজেন্টেশন দেয় প্রতিটি জেলা। প্রস্তুতি না থাকায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার 'পারফরম্যান্স' নিয়ে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয় নির্বাচন কমিশন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভোট প্রস্তুতি নিয়ে একদমই না-খুশ জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাশাপাশি কোচবিহারের ভোট প্রস্তুতি নিয়েও সন্তুষ্ট নয় নির্বাচন কমিশন। জানা যাচ্ছে, এমন প্রশ্নও উঠেছে যে প্রস্তুতি ছাড়া কীভাবে এই দুই জেলা বৈঠকে অংশ নিয়েছে! বুথ, ভিভিপ্যাট থেকে পুলিশি ব্যবস্থা - এই দুই জেলার প্রায় প্রতিটি বিষয় নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে কমিশন। কীভাবে প্রস্তুতি ছাড়াই এই দুই জেলা বৈঠকে অংশ নিল, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রশ্ন করে নির্বাচন কমিশন।

সূত্র মারফত জানা গেছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও কোচবিহার, এই দুই জেলা প্রস্তুতি ছাড়াই বৈঠকে অংশ নেওয়ায় বিরক্ত নির্বাচন কমিশন। এর আগে এসআইআর তথ্য আপলোড নিয়ে ১৩ ফেব্রুয়ারি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার যখন ভার্চুয়াল বৈঠক করেছিলেন, তখনও কোচবিহার জেলার 'পারফরম্যান্স' নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল কমিশন। একই অসন্তোষ জারি ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্ষেত্রেও।

(৪ পাতার পর)

## পণ্য রফতানিতে এগিয়ে বাংলা, পূর্ব ভারতের মধ্যে এক নম্বর স্থানের তকমা দিল কেন্দ্র

প্রমাণ করছে, পূর্ব ভারতের অন্যান্য বড় রাজ্যগুলির তুলনায় দাবি করেছেন, উন্নয়নের নিরিখে বিজেপির ডবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলি থেকে অনেক এগিয়ে বাংলা। আজ, বুধবার সেই দাবিই সত্য বলে প্রমাণিত হল। এই বিষয়ে নবান্নের এক অফিসার জানান, এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে রাজ্যের অর্থনীতি সাম্প্রতিক সময়ে আমূল বদলে গিয়েছে।

অন্যদিকে বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই তকমা মেলায় তা প্রচারের আলো আসবে। তাতে বঙ্গ-বিজেপি বেজায় বেকায়দায় পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ এই তকমা মিলেছে কেন্দ্র থেকে। আর কেন্দ্রে আছে এনডিএ সরকার। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবর্ষে পূর্ব ভারত থেকে পণ্য রফতানিতে বাংলা অন্যান্য রাজ্যগুলিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে। এখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে মোট পণ্য রফতানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৭ হাজার কোটি টাকা। দ্বিতীয় স্থানে আছে বিজেপি শাসিত ওড়িশা এবং তৃতীয় স্থানে বিহার। এই তথ্য এবার বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তৃণমূল কংগ্রেসকে রাজনৈতিক প্রচারের ময়দানে বাড়তি সুবিধা দেবে। নবান্নের ওই অফিসার দাবি করেছেন, বিরোধীরা রাজ্যে শিল্প না থাকার যে অভিযোগ তোলেন সেটা এই কেন্দ্রীয় তথ্য কার্যত নস্যাৎ করে দিয়ে প্রমাণ করল রাজ্যের অর্থনীতি অনেকটাই মজবুত।

# সিনেমার খবর cinema TV

## চার দশকের পর একসঙ্গে ফিরছেন রজনীকান্ত ও কমল হাসান

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার দুই মহাতারকা রজনীকান্ত এবং কমল হাসান। চার দশকেরও বেশি সময় পর দুই জীবন্ত কিংবদন্তি আবারও একসঙ্গে ফিরছেন বড় পর্দায়। তাদের নিয়ে নতুন সিনেমা নির্মাণ করতে যাচ্ছেন পরিচালক নেলসন দীলিপ কুমার এবং সুরকার হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন জনপ্রিয় সংগীত পরিচালক অনিরুদ্ধ রবিচন্দর।

নেলসনের নতুন এই প্রজেক্টের প্রাথমিক নাম রাখা হয়েছে 'কেএইচ অ্যান্ড আরকে'। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) প্রকাশ্যে আসা প্রোমো মন জয় করে নিয়েছে দর্শকদের। এরপর থেকেই শুরু হয়েছে ছবির মুক্তির অপেক্ষা।

রসিকতা, খুনসুটি আর স্টাইলের মিশেলে তৈরি প্রোমোতে দেখা যায়- স্টাইলিশ লুকে পাশাপাশি হাঁটছেন রজনীকান্ত ও কমল হাসান। তারা এগিয়ে যান একটি গ্যারেজের দিকে, তারপর একই গাড়িতে বসেন। পেছনের সিটে বসে আছেন পরিচালক নেলসন ও সংগীত পরিচালক অনিরুদ্ধ রবিশঙ্কর। নতুন গানের ঝলক শোনাতে চাইলে কমল হাসান গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন ছুড়ে দেন, ওসব পরে শুনব, আগে বলো-এই সিনেমায় নায়ক কে?

দীর্ঘ ক্যারিয়ারে একাধিক সিনেমায় একসঙ্গে অভিনয় করেছেন রজনীকান্ত ও কমল হাসান। ১৯৭৯ সালে মুক্তি পাওয়া আলাউদ্দীনম আথবুথা ভিলাক্কুম ছিল তাদের শেষ সিনেমা, যেখানে দুজনই মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন। এরপর কয়েকটি ছবিতে একসঙ্গে দেখা গেলেও, সেগুলোতে ছিলেন অতিথি চরিত্রে। সেই হিসাবে প্রায় ৪৭ বছর পর আবার একই সিনেমায় মূল নায়ক হিসেবে ফিরছেন এই দুই মহাতারকা।

জানা গেছে, 'কেএইচ অ্যান্ড আরকে' ছবির আসল নাম নয়, এটি আপাতত প্রোজেক্টের নাম। সময়ের সঙ্গে ছবির চূড়ান্ত নাম ঘোষণা করা হবে। এখন সেই ঘোষণার অপেক্ষায় রয়েছেন ভক্তরা।

প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান রেড জায়ান্ট মুভিজ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, রজনীকান্ত ও কমল হাসানকে একত্র করা তাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। এটি শুধু একটি সিনেমা নয়, বরং ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে আবেগঘন এক অধ্যায়। যথেষ্ট দায়িত্ব ও কৃতজ্ঞতা নিয়ে তারা এই যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে।

দীর্ঘ ক্যারিয়ারে একাধিক সিনেমায় একসঙ্গে অভিনয় করেছেন রজনীকান্ত ও কমল হাসান। ১৯৭৯ সালে মুক্তি পাওয়া আলাউদ্দীনম আথবুথা ভিলাক্কুম ছিল তাদের শেষ সিনেমা, যেখানে দুজনই মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন। এরপর কয়েকটি ছবিতে একসঙ্গে দেখা গেলেও, সেগুলোতে ছিলেন অতিথি চরিত্রে। সেই হিসাবে প্রায় ৪৭ বছর পর আবার একই সিনেমায় মূল নায়ক হিসেবে ফিরছেন এই দুই মহাতারকা।

ঘোষণার পর থেকেই ভক্তদের উচ্ছ্বাস তুঙ্গে। কেমন হবে রজনীকান্ত-কমলের রসায়ন? পর্দায় কি দেখা যাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নাকি বন্ধুত্বের রঙ? নাকি দুটির মিশেলে জন্ম নেবে এক নতুন ইতিহাস? উত্তর মিলবে সিনেমা মুক্তির দিনেই।

## আমি যে বিবাহিত সেটা ভুলেই গেছি: তাপসী

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

প্রায় ১০ বছর ধরে ডেনমার্কের ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়ের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন ভারতের দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তাপসী পান্নু।

২০২৩ সালে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন দলের ডাবলস কোচ মাথিয়াস বো'কে বিয়ে করেন তিনি। একেবারেই ভারতীয় রীতি মেনে বিয়ে সারেন। বিয়ের তিন বছরের মাথায় অভিনেত্রী জানালেন, তিনি যে বিবাহিত, সেটাই নাকি ভুলতে বসেছেন।

না! তাপসী ও মাথিয়াসের দাম্পত্যজীবনে কোনও অশান্তির আঁচ নয়। বরং তারা পরস্পরের সঙ্গে সুখে রয়েছেন। তাপসী জানান, তার কাছে বিয়ে মানে জীবনের আমূল পরিবর্তন নয়।

তাপসীর কথায়, "আমার স্বামী এই সম্পর্কটা কখনও বোঝা হতে দেননি। বিয়ের আগে আমার একটাই শর্ত ছিল, সব কিছু যেন আগের মতোই থাকে। সম্পর্কের রসায়ন বদলে গেলে বিয়ের কোনও মানে হয় না। আমি যে বিবাহিত, সেটাই ভুলে যাই।"

বিয়ের বিষয়ে অভিনেত্রী কিছুটা পুরনোপন্থী বলে দাবি তার। বিয়ে মানে সেটা যে সারাজীবনের বন্ধন, তাতেই আস্থা রাখেন তাপসী। পাশপাশি এ-ও জানান, জীবনসঙ্গী হিসেবে এমন কাউকে চাননি তিনি, যিনি তাপসীর কথায় উঠবেন-বসবেন। মাথিয়াসের সঙ্গে তার সম্পর্ক সুদীর্ঘ চলার কারণ, তারা দু'জনেই বাস্তববাদী।

## প্রেমিকের সঙ্গে ছুটি কাটাতে ইতালির রোমে মালাইকা, ভাইরাল যুগল

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

বলিউড অভিনেত্রী মালাইকা অরোরা সিনেমায় অভিনয় নিয়ে যত না রাখঢাক, তার চেয়ে ব্যক্তিগত জীবনের আলোচনা-সমালোচনায় সরব তিনি। সম্প্রতি ইতালির রাজধানী রোমে ছুটি কাটাতে গিয়ে কথিত প্রেমিক হর্ষ মেহতার সঙ্গে তার একটি ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে পড়ে। সেই ছবি ঘিরেই নতুন করে শুরু হয়েছে তাদের সম্পর্ক নিয়ে গুঞ্জন।

'ছাইয়া ছাইয়া'খ্যাত অভিনেত্রী 'আনারকলি ডিস্কো চলি' ও 'মুন্নি বদনাম'-এর মতো জনপ্রিয় গানে পারফর্ম করে বলিউডে নিজস্ব অবস্থান তৈরি করে নিয়েছেন। সাম্প্রতিক সময়ে বড়পর্দায় নাচের সংখ্যায় তাকে কম দেখা গেলেও শহরের নানা আয়োজনে উপস্থিতি ও ব্যক্তিগত জীবনের ঝলক তাকে সব সময়ই খবরের শিরোনামে রাখে।

জানা গেছে, ৩৩ বছর বয়সি উদ্যোক্তা হর্ষ মেহতার সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন মালাইকা অরোরা। যদিও এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কেউ-ই কোনো কিছু বলেননি, তবু একসঙ্গে উপস্থিতি ও ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভক্ত-অনুরাগীদের মধ্যে কৌতূহল বাড়িয়েছে।

ইতালিতে ছুটি কাটাতে গিয়ে প্রেমিক হর্ষ মেহতার সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবিতে মালাইকার পরনে ছিল ওভারসাইজড কালো ট্রেঞ্চ কোট। নো মেকআপ লুক ও স্লিক হেয়ারস্টাইলে তিনি ছিলেন স্বাভাবিক অথচ স্টাইলিশ। অন্যদিকে ধূসর জ্যাকেটে হর্ষ মেহতাকেও দেখা যায় স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে।

এর আগে গত বছর মুম্বাইয়ে গায়ক এনরিকে ইগলেসিয়াসের কনসার্টে একসঙ্গে দেখা যাওয়ার পর থেকেই মালাইকা ও হর্ষকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে গুঞ্জন শুরু হয়। এবার ইতালির ভ্রমণ সেই জল্পনাকে আরও উসকে দিল। ভাইরাল হওয়া ছবিতে দুজনকে দেখা যায় রোমের বিখ্যাত ট্রেভি ফাউন্টেনের সামনে দাঁড়িয়ে।

# দল ছাড়ার গুঞ্জনের ইতি টানলেন রোনালদো

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

ক্লাবের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন শেষে আগের সপ্তাহেই মাঠে নামেন ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো। ফেরার ম্যাচে জালের দেখাও পান তিনি। এবার জোড়া গোল করে দল ছাড়ার গুঞ্জনেরও ইতি টেনে পর্তুগিজ মহাতারকা বললেন, সৌদি ফুটবলে তিনি ভালো আছেন।

দলবদলের বাজারে নিজের দল আল নাস্‌রের নিষ্ক্রিয়তায় অসন্তুষ্ট ছিলেন বলে গণমাধ্যমের খবর আসে। বিশেষ করে, সৌদি আরবের পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফার্মের (পিআইএফ) নানা কার্যক্রমে তিনি বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট বলেও জানা যায়। এই প্রতিষ্ঠান আল নাস্‌রসহ চারটি ক্লাবের ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে আছে। রোনালদোর ক্লাবের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী আল-হিলালে বিনিয়োগ ক্রমেই বাড়াচ্ছে পিআইএফ এবং একের পর এক ফুটবলার কিনছে তারা। সেই অনুযায়ী আল-নাস্‌র বঞ্চিত হচ্ছে বলেই মনে করছিলেন পর্তুগিজ তারকা। এছাড়া নিজেদের ক্লাব পরিচালনার নানা দিক নিয়েও প্রশ্ন ছিল অধিনায়কের।

এসব কারণেই নাকি সৌদি প্রো লিগে আল-রিয়াদ ও আল ইত্তিহাদের বিপক্ষে ম্যাচে খেলতে অস্বীকৃতি জানান রোনালদো। পুরো বিষয়টি বেশ ঘোলাটে হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে ছড়াতে থাকে নতুন নতুন গুঞ্জন। রোনালদোর মেজর সকার লিগে যোগ দেওয়ার উড়ো খবরও আসতে থাকে। তবে সেসব যে কেবলই গুঞ্জন ছিল, তা এবার পরিষ্কার করলেন রোনালদো। ওই ‘ধর্মঘটের’ পর গত সপ্তাহে আল ফাতেহর বিপক্ষে লিগ ম্যাচে অধিনায়ক হিসেবেই মাঠে নামেন তিনি এবং দলের ২-০ ব্যবধানের জয়ে একটি গোলও করেন।

আর শনিবার লিগের সবশেষ ম্যাচে আল হাজেমকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দেওয়ার পথে জোড়া গোল করেন পর্তুগিজ মহাতারকা। ম্যাচের পর সাংবাদিকদের কাছে তিনি নিজের ও দলের পারফরম্যান্স নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি জানান, আমরা অনেক সুযোগ তৈরি করেছি, আমার মতে। আমাদেরও আরও বেশি গোল করা উচিত ছিল, তবে আমরা জিতেছি-এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আবারও আমরা কোনো গোল হজম করিনি। ম্যাচের ফলে অবশ্যই আমি খুব খুশি, সেই সঙ্গে গোল পাওয়ার কারণেও।

পেশাদার ফুটবলে হাজার গোলের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন ৪১ বছর বয়সী তারকা। ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে তার গোল হলো ৯৬৪টি। এবারের লিগে এখন পর্যন্ত ২০টি গোল করা এই তারকার দল পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে যেসব খবর আসছে, সেই প্রসঙ্গে তিনি নিজের ভাবনা পরিষ্কার করলেন। রোনালদো জানান, আমি এখানে খুশি। যেমনটা আমি অনেকবার বলেছি, আমি সৌদি আরবের। এই দেশ আমাকে, আমার পরিবারকে ও আমার বন্ধুদের খুব ভালোভাবে স্বাগত জানিয়েছিল। আমি এখানে ভালো আছি এবং এখানেই থাকতে চাই। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, (শিরোপার জন্য) লড়াই চালিয়ে যাওয়া। আমরা এখন শীর্ষে। আমাদের কাজ ম্যাচ জেতা, (আমাদের প্রতিপক্ষের ওপর) চাপ ধরে রাখা এবং এরপর দেখা যাবে, কী হয়। আমরা লক্ষ্যেই আছি, ভালো খেলছি, আমরা আত্মবিশ্বাসী। ম্যাচ ধরে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা ভালো অবস্থায় আছি। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কী হয়।”

২২ ম্যাচে ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে চূড়ায় আছে আল নাস্‌র। ১ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে আল হিলাল।

# চোট থেকে ফিরে ছন্দহীন মেসি

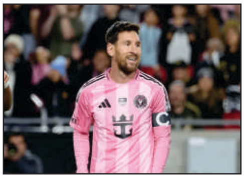

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরেছিলেন লিওনেল মেসি। সমর্থকদের প্রত্যাশাও ছিল অনেক। কিন্তু মাঠের খেলায় তার প্রভাব তেমন দেখা গেল না। শেষ পর্যন্ত বড় ব্যবধানে হেরে নতুন মৌসুম শুরু করল ইন্টার মায়ামি।

এমএলএস লিগের নিজেদের প্রথম ম্যাচে লস অ্যাঞ্জেলস এফসির (এলএএফসি) মুখোমুখি হয় মায়ামি। তবে ৩-০ গোলের বড় ব্যবধানে হেরেছে দলটি। তিন গোলের মধ্যেই দুইটাই হয়েছে বিরতির পর।

ম্যাচের ৩৮ মিনিটে ডেভিড মার্টিনেজের গোলে এগিয়ে যায় এলএএফসি। দ্বিতীয়ার্ধের ৭৩ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন দলটির উইঙ্গার গ্যাবনের খেলোয়াড় বউয়াঙ্গা। পরে অতিরিক্ত সময়ের চতুর্থ মিনিটে মায়ামির জালে আরেকবার বল পাঠিয়ে দেন অরদাজ। শেষ পর্যন্ত ৩-০ গোলের বড় হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় হ্যাভিয়ের মাশ্চেরানোর শিষ্যরা।

আর্জেন্টাইন তারকা মেসি গত ৭ ফেব্রুয়ারি ইকুয়েডরে একটি প্রীতিম্যাচে বাঁ পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান। এরপর থেকেই তার ফিটনেস নিয়ে শঙ্কা দেখা দেয়। আজকের ম্যাচে প্রথমার্ধের শেষ দিকে একটি সহজ সুযোগ পেয়েও গোল করতে পারেননি। পুরো ম্যাচেই তাকে কিছুটা ধীর ও ছন্দহীন দেখিয়েছে।

এই ম্যাচটি ছিল লিগের সবচেয়ে শক্তিশালী দুই দলের মুখোমুখি লড়াই। অনেকেই একে দেখছিলেন দুই সেরা তারকার দ্বৈরথ হিসেবে। একদিকে মেসি, অন্যদিকে লস অ্যাঞ্জেলসের দলে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার তারকা সন হিউং-মিন। শেষ পর্যন্ত এই তারকাযুদ্ধে হাসি ফুটেছে সনের মুখেই।

# নতুন করে চোটে ফের ছিটকে গেলেন ডেভিস

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টের বিপক্ষে রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে প্রত্যাশিত জয় মিললেও, বড় একটা ধাক্কাও লেগেছে বায়ার্ন মিউনিখ শিবিরে। পেশিতে চোট পেয়ে মাঠের বাইরে চলে গেছেন আলফুঁস ডেভিস।

আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় বুন্ডেসলিগার ম্যাচে আলেকসান্দার পাভলোভিচের গোলে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। পরে দুই অর্ধে হ্যারি কেইনের দুই গোলে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় তারা। শেষ দিকে ফ্রাঙ্কফুর্ট দুটি গোল করে নাটকীয়তা জাগালেও, শেষ পর্যন্ত ৩-২ গোলে জয় পায় বায়ার্ন।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই চোট পান ডেভিস। মাঠে তার প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর, ৫০তম মিনিটে তাকে তুলে আরেক ডিফেন্ডার হিরোকি ইতোকে নামান বায়ার্ন কোচ। পরে ক্লাবটির বিবৃতিতে ডেভিসের ডান হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

হাঁটুর চোটে দীর্ঘদিন বাইরে থাকার পর, গত ডিসেম্বরে মাঠে ফেরেন ডেভিস। তবে আবার হয়তো অনেক দিন বাইরে থাকতে হবে তাকে। বায়ার্নের বিবৃতিতে তার মাঠে ফেরার সম্ভাব্য কোনো সময়ের কথা বলা হয়নি। তবে বায়ার্ন কোচ ভেসোঁ কম্পানির আশা, দুই থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে ফিরতে পারবেন ডেভিস।

২৩ ম্যাচে ১৯ জয় ও তিন ড্রয়ে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বায়ার্ন। ৫১ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড। ২৫ বছর বয়সী লেফট-ব্যাক ডেভিস দলের প্রয়োজনে উইঙ্গার হিসেবেও খেলতে পারেন। বিশ্বকাপের মৌসুমে দলের এমন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়ের বারবার চোটে পড়া কানাডার জন্যও বেশ দুর্ভাবনার।

আগামী জুন-জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে বসবে আসছে ফুটবল বিশ্বকাপ।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR